মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা সরকারের একটি বাজেট দলিল হিসেবে প্রতি বছর জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়। মূলত দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে সমীক্ষাটি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। অন্যান্য বছরের ন্যায় 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭' প্রণয়নেও উপরি-উক্ত তথ্য ও উপাত্তকে ভিত্তি ধরা হয়েছে।

২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘাত-অভিঘাত মোকাবেলা করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ি গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.১১ শতাংশ। বিবিএস এর সাময়িক হিসাবে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

৩. ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে 'রূপকল্প-২০২১' ঘোষণা করে। এর আলোকে সরকার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মকৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সময়ে অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত, তথ্য প্রযুক্তি, সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ সার্বিক অর্থনৈতিক সূচকে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি নানা উদ্যোগ বিশেষত জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্রের মাত্রা ও বৈষম্য উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১.৫ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.২ শতাংশে। বর্তমানে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১) বাস্তবায়নের কাজ চলছে। 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ এ মেয়াদে (২০১৬-২০২০) অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

৪. রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাতটি নীতি-নির্ধারণী ভিত্তি বিবেচনায় নিয়ে সরকার আইনগত সংস্কারসহ কর ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী অর্থবছর থেকে অন-লাইন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) পরিশোধ পদ্ধতির প্রবর্তন করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রথম আট মাসে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রার ৯২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯.১৯ শতাংশ। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থবছর শেষে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। এছাড়া, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার ক্রমশ মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে আরো সুদৃঢ় করা হয়েছে। বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখতে সরকার সতর্ক রয়েছে।

৫. মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দেশের মুদ্রানীতি পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৫.৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। তাছাড়া, রপ্তানি আয়ের পরিমাণও ক্রমশ বর্ধমান। একইভাবে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বাড়ছে। ১৯ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে দেশে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৬. সমীক্ষাটিকে কেবল দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। এখানে দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বেসরকারি খাত উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদির বিস্তারিত বিবরণও দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষার প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত অনুসন্ধিৎসু পাঠক,

গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী এবং দেশের অর্থনীতির প্রগতি ও অগ্রগতির সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যাশিত তথ্যের প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৭. মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সহযোগিতা করেছে আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া, অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টাসহ সমীক্ষাটি প্রণয়ন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করছি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়